জবাব

ইসলাম-বিরোধী বিভিন্ন ইস্যুতে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিউত্তর

আরিফ আজাদ, শামসুল আরেফিন শক্তি, মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার, আরিফুল ইসলাম, শিহাব আহমেদ তুহিন, রাফান আহমেদ, জাকারিয়া মাসুদ, মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, মহিউদ্দিন রূপম, মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন, নাফিস শাহরিয়ার, মুরসালিন নিলয়, মুহাম্মাদ সাদাত, মুহাম্মাদ আল বান্না, আহমাদ আল-উবায়দুল্লাহ

সূচিপত্র

বিজ্ঞান ও বিশ্বাস—যা আমাদের অজানা - ডা. রাফান আহমেদ ৯

অ্যান আপিল টু কমনসেন্স - আরিফ আজাদ ১৯

আল্লাহর অস্তিত্ব : কুরআনের আর্গুমেন্ট - মুহাম্মাদ আল বান্না ২৬

হিউম্যান : মানব না দানব? - ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি ৩৩

নারী-স্বাধীনতা নাকি দাসত্ব? - মহিউদ্দিন রুপম ৪১

একটি প্রশ্ন, একটি উত্তর - উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ৪৬

আলেকজান্দ্রিয়ার বইগুলো কে পুড়িয়েছেন? - আরিফুল ইসলাম ৪৯

কুরআনে এত পুনরুক্তি কেন? - নাফিস শাহরিয়ার ৫৭

কুরআনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বর্তমান হতে ভিন্ন? - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ৫৯

নারীরা কি স্বল্পবুদ্ধির? অধিকাংশই কি জাহান্নামী? - আহমাদ আল-উবাইদুল্লাহ ৬৫

দাসপ্রথা ও ইসলাম - মুহাম্মাদ সাদাত ৮৫

উৎসর্গের উৎসবে - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ৯৭

আবু লাহাবের ব্যাপারে অভিশাপপূর্ণ বাণী প্রসঙ্গ - নাফিস শাহরিয়ার ১০২

স্রষ্টার প্রজ্ঞার অনন্য এক নিদর্শন—নাসখ - শিহাব আহমেদ তুহিন ১০৮

বকরির পেটে কুরআনের আয়াত! - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ১২১

কুরআনের আয়াত-সংখ্যার গণনায় ভিন্নতা কেন? - মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন ১২৮

আগে ও পরে মারা যাওয়া ব্যক্তি কি সমান শাস্তি পাবে? - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ১৩৬

হিজড়াদের হত্যা করা! - উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ১৪০

তবে কি বিজ্ঞান একাই লড়েছিল? - মুরসালিন নিলয় ১৪৮

স্রষ্টা থাকতে মানুষ কেন অনাহারে থাকে? - নাফিস শাহরিয়ার ১৫৪

অলৌকিক কিছু ঘটলে পরে... - নাফিস শাহরিয়ার ১৬৩

ইসলামে দাসীদের ব্যাপারে বিধান - মুহাম্মাদ সাদাত ১৬৮

ভিন্ন কিরাআতে ভিন্ন কথা! - উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ১৮৬

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র - জাকারিয়া মাসুদ ১৯৩

বিজ্ঞান ও বিশ্বাস—যা আমাদের অজানা

ডা. রাফান আহমেদ

ছেলেবেলায় বিজ্ঞানের প্রথম যে বইটি আমি হাতে পেয়েছিলাম—তা ছিল একটি সায়েন্স ফিকশন; মজাই লাগত পড়তে। ভবিষ্যতের নায়ক বাইভার্বেল নামক এক অদ্ভুত বাহনে চড়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, হাতে থাকা ক্রিস্টাল স্ক্যান করতেই মুহূর্তের মাঝে হলোগ্রাফিক মানুষ যান্ত্রিক কণ্ঠে 'হ্যালো' বলে উঠছে, মাথার পেছনে থাকা পোর্ট দিয়ে সরাসরি তাকে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে; ফলে সে প্রবেশ করছে পরাবাস্তব জগতে! এমন আরও কত কী! গাদা-গাদা সায়েন্স ফিকশন পড়ার পর বর্তমান বিজ্ঞানের বই হাতে আসার পর জেনেছি—সেগুলো ছিল পপুলার সায়েন্সের বই; সংক্ষেপে এদের বলা হয় পপ সায়েন্স। এগুলোতে দেখি বিজ্ঞানের জয়জয়কার; শুধু চমক লাগানো তথ্য আর ছবির সমাহার। পড়ালেখা বাদ দিয়ে গোগ্রাসে গিলতাম সেগুলো। বিজ্ঞান সম্পর্কে এমন ধারণা নিয়েই হয়তো চলতাম; যদি না বিজ্ঞানকে আমার আদর্শিক অবস্থানের বিপরীতে দাঁড় করানো হতো।

ভার্সিটি লেভেলে উঠে যখন আরও বড় একটি জগতের সাথে পরিচয় ঘটে, তখন আগের জীবনে শেখা অনেক কিছুতেই সংশয় আসতে শুরু হয়। এই পথে একসময় প্রায় হারিয়ে ফেলি আমার পরিবার থেকে পাওয়া ইসলামের প্রতি বিশ্বাস (পরে জেনেছিলাম—সেই বিশ্বাসটাও আসলে ফোক ইসলাম ছিল, মূল ইসলাম না)। এই হারিয়ে ফেলার পেছনে নাস্তিকদের প্রচার করা একটি ন্যারেটিভ ভূমিকা রেখেছিল। তাদের মতে, বিজ্ঞান হলো কেবলই যুক্তি-প্রমাণসিদ্ধ সত্যের ঘনঘটা। আর ধর্ম

হলো অপ্রমাণিত কিছু বিশ্বাসের ডালা। বিশ্বাসের বালাই বিজ্ঞানের গণ্ডিতে নেই। বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞানপ্রচারকের ভক্ত হওয়ার কারণে তার লেখা থেকেই বিজ্ঞান আর ধর্মের তফাতটা চট করে শিখে ফেলি। তিনি বলেছেন—

'ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, কাজেই ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না, গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয়। বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই।'[১]

অধিকাংশ মানুষ চিন্তা ছাড়াই সমাজের প্রচলিত ন্যারেটিভ মেনে নেয়, সেলিব্রেটিদের অনুসরণ করে; আমিও তাই করতাম হয়তো; কিন্তু কী যেন বাদ সেধে বসল। ভাবলাম—একটু বিদ্রোহী হই; মেনে নেওয়ার আগে পরখ করে দেখি। পরখ করতে গিয়ে দেখি, ওরে বাপস্, এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ! গল্পটা বলি একটু।

গরম চা রেডি তো? চায়ে চুমুক দিয়ে পড়ার মজাই আলাদা।

☆☆☆

বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে প্রথমেই আগ্রহ জাগে বিজ্ঞান কাকে বলে, তা বোঝার। ইন্টারনেট ও ইউটিউব ঘুরে জানতে পারি, বিজ্ঞান-দর্শন (Philosophy of science) বলে একটা বিষয় আছে; আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়। বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতের নানা বিষয়; যেমন: মৌল বা যৌগ, কোনো প্রাণী, পদার্থের গতিবিধি ইত্যাদি গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেন; আর বিজ্ঞানের দার্শনিকেরা কীভাবে বিজ্ঞানীরা এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন অর্থাৎ তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি কী তা নিয়ে গবেষণা করেন। সোজা কথায়—

বিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি, এর অনুমান, উপযোগিতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে কলম চালান। এ নিয়ে বেশকিছু বইও পড়ে ফেললাম। বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক বই। আগ্রহ এতই চরমে উঠল, মেডিকেলের নাভিশ্বাস তোলা পড়াশোনার মাঝেও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন কোর্সও করে ফেলি। এই পড়াশোনার মাঝেই বুঝতে পারি, বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে অধিকাংশ বিজ্ঞানী সামান্যই ধারণা রাখেন। বিজ্ঞানের সুফলই তাদের জন্য যথেষ্ট, আমাদের জন্যও

---

[১] *একটুখানি বিজ্ঞান*, মুহম্মদ জাফর ইকবাল; পৃষ্ঠা : ১৩ (কাকলী প্রকাশন, ২০০৬)

তা-ই। আমি যে ফিল্ডে কাজ করি, সেখানেও একই দশা। আপনি ১০০ জন মেডিসিনের প্রাজ্ঞ প্রফেসরকে যদি জিজ্ঞেস করেন মেডিসিনের দর্শন পড়েছেন? আপনার কথা শুনে তারা আপনাকে পাগল ঠাওরাবে। অথচ আমি নিজেই বিজ্ঞানের দর্শনের পেছনে ছুটতে ছুটতে মেডিকেলের দর্শন নিয়ে লেখা একাডেমিক বইও পেয়ে গেছি।

বিজ্ঞানের দর্শন পড়ে জানতে পারি, বিজ্ঞান তার গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগেই কিছু ধারণাকে 'ঠিক' বলে 'ধরে নেয়'; অন্যভাবে বললে, 'বিশ্বাস করে নেয়'! এগুলোকে বলা হয় এসাম্পশান/প্রিসাপজিশানস অব সায়েন্স (assumption or presupposition of science)! নামকরা একজন একাডেমিকের বইতে প্রিসাপজিশানের সংজ্ঞায় দুটি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে[১]—**এক.** প্রারম্ভিক ধারণা। **দুই.** যা যাচাই বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

এইবার লেগে গেল খটকা! এতদিন কোন বিজ্ঞান শিখলাম মুখরোচক বই পড়ে! একাডেমিক বই দেখি মুখ তেতো করে দিলো! এতদিন বিজ্ঞান শিখে এলাম—বিজ্ঞান মানে যুক্তি-প্রমাণের তীক্ষ্ণ ধার। এর মধ্যে বিশ্বাসের ভোঁতা ছুরি ঢুকে গেল কীভাবে! নামকরা একাডেমিক প্রকাশনীর একটি বইতে ইমেরিটাস অধ্যাপক[২] লিখেছেন[৩]—

> [S]cience based on a set of presuppositions or beliefs that cannot be proved by logic or firmly established by evidence. If this proposition is correct, then it would be reasonable to conclude that since science rests on a foundation of statements that are assumed to be true but that cannot be proved/firmly established, science fundamentally is a matter of faith! A statement that many scientists would find shocking due to their lack of serious reflection on the foundations of their fields of endeavor and

---

[1] *Scientific Method in Practice*, Hugh G. Gauch Jr.; P. 131 (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)

[২] ইমেরিটাস একটি ল্যাটিন শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ প্রবীণ সৈন্য। বিশ্বজুড়ে এই উপাধি কেবল বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদদের প্রদান করা হয়। তাদের কর্ম ও স্বতন্ত্র অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা। জ্ঞান, মান ও চলমান গবেষণার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে রেখে দিতে চান।

[3] *Research Methodology : The Aims, Practices and Ethics of Science*, Peter Pruzan, p. 44 (Switzerland: Springer, 2016)

> their strong faith in science as providing true and objectively testable knowledge of physical reality. : firmly established, science fundamentally is a matter of faith! A statement that many scientists would find shocking due to their lack of serious reflection on the foundations of their fields of endeavor and their strong faith in science as providing true and objectively testable knowledge of physical reality.

ভেবেছিলাম আমার দেশের কোনো পণ্ডিত মনে হয় এটা বুঝতে পারেননি এখনো। পরে দেখি যে, না, একজন আছে। তিনি এই বাস্তবতা বুঝতে পেরে লিখেছেন[১] :

> **বিজ্ঞান সম্পর্কে মনে করা হয়, জ্ঞানের এ শাখা যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক এবং এখানে বিনা বিচারে কোনো কিছুই গ্রহণ করা হয় না; কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো যে, বিজ্ঞানের যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যেও অন্তর্নিহিত রয়েছে অযৌক্তিক এবং অল্প যৌক্তিক নানা দিক। যেমন বিশ্বাসের কথাই ধরা যাক। প্রচলিতভাবে এটা মনে করা হয় যে, বিশ্বাস হলো ধর্মের ভিত্তি, যা বিনা বিচারে গ্রহণ করা হয়; কিন্তু বিজ্ঞানের যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে যদি বিশ্বাসকেও লক্ষ করা যায়, তাহলে বলব, বিজ্ঞানের এ কাঠামোর মধ্যে যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান রয়েছে।**

শুরুতে ভেবেছিলাম একটা-দুটো হবে বোধহয়। পরে দেখি, নাহ! ভালোই বিশ্বাস রয়েছে বিজ্ঞানের ডালায়।[২] কয়েকটা বলা যাক—

এক. বিজ্ঞানের বিশ্বাসগুলোর মাঝে একটি বিশ্বাস হলো—আমাদের ইন্দ্রিয় ও চিন্তাজগতের বাইরে এই বিশ্বজগতের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। যেমনটা আইনস্টাইন বলেছিলেন—

> **যে-কারো ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতির বাইরে বহির্জগতের[৩] যে আসলেই অস্তিত্ব রয়েছে, এমন বিশ্বাস সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।[৪]**

---

[১] *বিজ্ঞানের দর্শন*, গালিব আহসান; ভূমিকা (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫)

[২] *The Nature Of Modern Science & Scientific Knowledge*, Dr. Martin Nickels, Anthropology Program, Illinois State University, August 1998

[৩] চোখ, কান, স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভব করা যায়।

[৪] *The Ten Assumptions of Science: Towards a New Scientific worldview*, Glenn Borchardt, p. 14 (iUniverse 2004)

কিন্তু বিশ্বজগতের অস্তিত্ব প্রমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়ভিত্তিক অনুভূতি যথেষ্ট নয়। তাই শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে জগতের অস্তিত্বশীলতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা স্রেফ একটি অনুমান। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তার *দর্শনের সমস্যাবলি* গ্রন্থে অনেক আগেই দেখিয়েছেন—ইন্দ্রিয় উপাত্তের সঙ্গে কোনো কিছুর অস্তিত্বের নিশ্চিত সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দ্বারা কোনোকিছুর বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না। ডেভিড হিউমও একই মত দিয়েছেন। আমেরিকার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা এমন বিশ্বাসকে মজা করে বলেছেন 'এনিমেল ফেইথ' মানে অযৌক্তিক বিশ্বাস।[১] অথচ এমন একটি বিশ্বাসকে সত্য 'ধরে' নিয়েই এই জগতকে বিজ্ঞান 'অস্তিত্বশীল' বলে জ্ঞান করছে।

দুই. এই বিশ্বজগৎ আমাদের পক্ষে ঠিকঠাক বুঝে ওঠা সম্ভব। অন্যভাবে বললে, আমাদের চিন্তাশক্তির ওপর আমরা ভরসা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-লেখক মারগারেট ভার্থেইম বলেন[২]—

> **আমরা সবাই কিছু-না-কিছু বিশ্বাস করি এবং বিজ্ঞান নিজেও কিন্তু একগাদা বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শুরুতেই বলা যায়, বিজ্ঞান এই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে, বিশ্বজগৎকে আমরা বুঝতে পারি এবং আমাদের উদ্ভাবন-ক্ষমতা এবং আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা আমরা শেষমেশ সব জেনে যাব।**

আমরা যে 'যৌক্তিক চিন্তাক্ষমতাসম্পন্ন জীব'—এটাও কিন্তু বিজ্ঞানের অনুমান। যদিও বিবর্তনের দর্শন এই অনুমানকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। কারণ, এ মতে মানুষ কেবলই দীর্ঘ এক বিবর্তন-প্রক্রিয়ার আকস্মিক ফল। যে প্রক্রিয়া নিজেই জড়, এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন। বিবর্তনের চাবিকাঠি হলো—ক্রমাগত জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের জয়। এই প্রক্রিয়ায় এমন প্রজাতি আবির্ভূত হবে, যা কেবল বেঁচে থাকা আর বংশধর রেখে যাওয়ার মতো যথেষ্ট যোগ্য, ব্যস। সত্যের সন্ধান করা বিবর্তনের লক্ষ্য নয়। স্রেফ বেঁচে থাকা আর আবিষ্কারের খোঁজ—দুটো দুই জিনিস। তেলাপোকা মহাশয়ও তো বেঁচে আছে; ও নিউক্লিয়ার হলোকাস্টও সয়ে নেয়;

---

[১] *The Oxford Handbook of Religion and Scince*, David Ray Griffin, ; p. 458 (Edt. Phillip Clayton, Zachary Simpson, Oxford University Press 2006)

[2] *What We Believe but Cannot Prove*, John Brockman (etd.) ; p. 176 (Perfectbound 2006)

কিন্তু ওকে কি কখনো দেখা গেছে, বসে বসে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা পড়তে কিংবা মহাবিশ্ব-উৎপত্তির ইতিহাস বোঝার জন্য ভূতলে গবেষণা করতে? আমাদের চিন্তাক্ষমতার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে স্বয়ং ডারউইন সাহেবও অনিশ্চিত ছিলেন। ডিএনএ'র ডাবল হেলিক্স মডেল প্রণেতাদ্বয়ের একজন, নোবেল বিজয়ী সুপরিচিত নাস্তিক বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিকও এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন[১]—

> **সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য আমাদের অত্যন্ত বিকশিত মস্তিষ্কটি বিবর্তিত হয়নি; বরং স্রেফ বেঁচে থাকা আর বংশধর রেখে যাওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট দক্ষ করে তুলতে বিবর্তিত হয়েছে।**

তিন. প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রে এক নিয়মানুসারী (Uniformity of Nature)। ফলে, একটি পরীক্ষা একই পরিবেশে কয়েকবার চালালে একই ফল পাওয়া যাবে। এর আরেক বিবরণ হলো—প্রাকৃতিক সূত্রগুলো অপরিবর্তনীয়। এগুলো শুরুতে যেমন ছিল, আজও তেমন আছে আর ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। এটাও অনুমান মাত্র।

ডেভিড হিউমও এই অনুমানকে যথার্থ মনে করতেন না।[২] একদল কসমোলজিস্ট মনে করেন—প্রকৃতির সূত্রগুলোও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে, এখনকার সূত্রগুলো অতীতেও এমন ছিল—এমনটা না-ও হতে পারে।

চার. আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে সেসব প্রাকৃতিক ঘটনার জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়াই যথেষ্ট। বস্তুজগতের বাইরের কিছু বা প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরের কিছুকে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ টেনে আনা যাবে না। এই বিশ্বাসকে বলা হয় Methodological Naturalism বা পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ। এটাই বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান অনুমান বা বিশ্বাস।

এর সম্পর্কে না জানার কারণে অনেকে ভুল ধারণা লালন করেন, বিজ্ঞান স্রষ্টাকে খুঁজে পায়নি বা বিজ্ঞান কোনো পরমসত্তাই বিশ্বাস করে না। আসল কথা হলো—বিজ্ঞান স্রষ্টাকে খুঁজতে যায় না। স্রষ্টা আছে কি নেই, সে বিষয়ে বিজ্ঞান নীরব হয়ে

---

[1] *The Astonishing Hypothesis : The Scientific Search for the Soul*, Francis Crick ; p. 262 (New York: Charles Scribner's Sons, 1994)

[2] *An Enquiry concerning Human Understanding*; 4.1, p.15

বসে থাকে। আমেরিকার বিখ্যাত ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর বিবৃতিতে এ ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে—

> **বিজ্ঞান হলো প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের একটি উপায়। প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জাগতিক ব্যাখ্যা প্রদানেই এটি সীমাবদ্ধ। অতিপ্রাকৃত কিছু আছে কি না, সে বিষয়ে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না। স্রষ্টা আছে কি নেই, এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিজ্ঞান নীরব।**[১]

যদি সকল তথ্য-উপাত্ত কোনো স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, তবে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই বিজ্ঞানের কাজ! জাগতিক ব্যাখ্যা প্রদানেই বিজ্ঞান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জীববিজ্ঞানী স্কট টড বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল Nature-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে এই বাস্তবতা স্বীকার করে বলেন—

> **জগতের সকল উপাত্ত যদি কোনো বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, তারপরও এমন অনুকল্প বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হয়; কারণ, এই ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদী নয়। তবে ব্যক্তি হিসেবে কোনো বিজ্ঞানী এমন বাস্তবতাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেন—যা (পদ্ধতিগত) প্রকৃতিবাদের উর্ধ্বে।'** [২]

বৈজ্ঞানিক মহলে আরও কিছু ধারণা জেঁকে বসে আছে অনেক দিন হলো। বিজ্ঞানী রুপার্ট শেল্ড্রেক তার গ্রন্থে এমন দশটি বিশ্বাসকে তালিকাবদ্ধ করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে—এই প্রতিটি বিশ্বাসেরই ব্যত্যয় ঘটেছে, বিপরীতে প্রমাণ মিলেছে।[৩] এদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রগ্রেসিভ সায়েন্স ইন্সটিটিউটের পরিচালক, নাস্তিক বিজ্ঞান-দার্শনিক গ্লেন বরচার্ড *The Ten Assumptions of Science Towards a New Scientific Worldview* গ্রন্থে বিজ্ঞানের দশটি দার্শনিক অনুমানকে লিপিবদ্ধ করেছেন। যথা—

---

[1] https://www.nap.edu/read/5787/chapter/6#58

[2] *A view from Kansas on that evolution debate*, Scott C. Todd ; Nature, vol. 401, p. 423 (30 September 1999)

[3] *Science Set Free : 10 Paths to New Discovery; introduction* (epub version, Rupert Sheldrake, New York, Deepak Chopra Books 2012)